

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

13934 - রোজাদারগণকে 'রাইয়্যান' নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমার স্বামী আমাকে 'রদেওয়ান' নামক দরজার সংবাদ দিয়েছেন; যবে দরজাটি শুধু রমজান মাসে খোলা হয়। আমাকে আরও জানানো হয়েছে যে, যখন এ দরজাটি খোলা হয় তখন আল্লাহ এ দরজা দিয়ে সম্পদ ঢলে দেন। আপনি যদি এ উক্তিটি নশিচতি করতেন/স্পষ্ট করতেন এবং আমাদরেককে সঠিকি জ্ঞান দতিনে; যাতে করে আমরা এ মাসয়ালাটি আরও ভালভাবে জানতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ করে দিয়েছেন এবং রোজাদারদের জন্য বপুল সওয়াবের ওয়াদা করছেন। রোজার প্রতদিন যহেতু সুমহান তাই আল্লাহ তাআলা এর প্রতদিনকে সুনর্দিষ্ট করনেন। হাদসি কুদসতি এসছে- "রোজা আমার জন্য; আমিহি রোজার প্রতদিন দবি।"

রমজান মাসের অসংখ্য ফজলিত রয়েছে। এ ফজলিতের মধ্যে রয়েছে-

আল্লাহ তাআলা রোজাদারদের জন্য 'রাইয়্যান' নামক জান্নাতের দরজা প্রস্তুত রেখেছেন। বুখারি ও মুসলমি সাহল (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদসি নামটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "জান্নাতের একটি দরজা আছে; যার নাম হচ্ছে- 'রাইয়্যান' কয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে শুধু রোজাদারগণ প্রবশে করবে; অন্য কউে নয়। এই বলে ডাকা হবে- রোজাদারগণ কথায়? তখন রোজাদারগণ উঠে প্রবশে করবে; অন্য কউে প্রবশে করতে পারবে না। তারা প্রবশে করার পর সবে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কউে প্রবশে করতে পারবে না।" [সহি বুখারি (১৭৬৩) ও সহি মুসলমি (১৯৪৭)]

যে হাদসিগুলো রোজার ফজলিত বর্ণনা করে এর মধ্যে রয়েছে-

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আবু সালামা (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, বনী আদমেরে প্রত্যেকেটি আমল তারই; শুধু রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য; আমিই এর প্রতিদিন দবি। রোজা হচ্ছে- ঢালস্বরূপ। যদেনি তোমাদের কটে রোজা রাখতে সবে যেনে অশ্লীল কথা না বলে, চট্টোমচে না করে। যদি কটে তাকে গাল দিয়ে সবে যেনে বলে, আমি রোজাদার। ঐ সত্যের শপথ যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদেরে প্রাণ, রোজাদারেরে মুখে গন্ধ আল্লাহর নকিট মসিকরে সুবাসেরে চয়ে উত্তম। রোজাদারেরে জন্য রয়েছে দুইটি খুশি। যখন রোজা ইফতার করে তথা রোজা ভাঙতে তখন একবার খুশি হয়। আবার যখন তার রবেরে সাক্ষাত পাবে তখন একবার খুশি হবে।”[সহি বুখারি (১৭৭১)]

দুই:

একথা সুবদিতি যে, জান্নাতেরে অনেকে দরজা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বসবাসেরে বহু জান্নাত (বাগান)। তাতে তারা প্রবশে করবে এবং তাদেরে সংকরমশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরো। ফরেশে তারা তাদেরে কাছে আসবে প্রত্যেকে দরজা দিয়ে।”[সূরা আল-রাদ, আয়াত: ২৩] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “যারা তাদেরে পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতেরে দকি নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতেরে রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদেরে প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসেরে জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবশে কর।”[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৭৩]

সহি হাদিসে জান্নাতেরে আটটি দরজার কথা এসেছে। সাহল বনি সাদ (রাঃ) বর্ণতি আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “জান্নাতেরে আটটি দরজা রয়েছে। একটি দরজার নাম হচ্ছে- রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে রোজাদারগণ ছাড়া আর কটে প্রবশে করবে না।”[সহি বুখারি (৩০১৭)]

উবাদা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দবি যে, এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে; তাঁর কোন অংশীদার নহে। আরও সাক্ষ্য দবি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর বাণী যা মরয়িমেরে প্রতি চলে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রেরতি রূহ। আরও সাক্ষ্য দবি যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য- আল্লাহ তাকে তার আমলেরে ভিত্তিতে জান্নাতেরে আটটি দরজার যে কোন একটি দরজা দিয়ে প্রবশে করাবনে। [সহি বুখারি (৩১৮০) ও সহি মুসলিম (৪১)]

এ উম্মতেরে উপর আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি রমজান মাসে একটি নয়; জান্নাতেরে সবগুলো দরজা খুলে দেন। যে ব্যক্তি বলবে যে, জান্নাতেরে একটি দরজার নাম হচ্ছে- ‘রদেয়োন’ তাকে এই মর্মে দলিল পশে করতে হবে।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন যে, “যখন রমজান মাস প্রবশে করে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়; জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শকিলাবদ্ধ করা হয়।”[সহিহ বুখারি (৩০৩৫) ও সহিহ মুসলিমি (১৭৯৩)]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাতে প্রবশে করান। আমাদের নবী মুহাম্মদরে উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।